গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭ দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে

দেখাতে পারেনি।

গাংনীতে অচেতন অবস্থায় অজ্ঞাত ব্যাক্তি উদ্ধার

অজ্ঞান পার্টির খপ্পড়ে পড়ে ৪০ বছর বয়ষী এক অজ্ঞাত ব্যাক্তি এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সছে ভর্তি হয়েছেন।

শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার মেহেরপুর শহরের বোশ পাড়া এলাকার খোরশেদ আলী জানান, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা বাইপাইল থেকে এফ-৩ ও এফ-৪ নং সীটে দুজন যাত্রী গাড়িতে উঠেন। একজন কুষ্টিয়া এবং অপরজন কুষ্টিয়ার পরে কোনো স্থানে নামার কথা ছিল। কিন্তু একজন নেমে গেলেও এই অজ্ঞাত ব্যাক্তি সিটেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি গাংনীতে এসে লোকটিকে দেখতে পাই। পরে তাকে আমি গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সলের চিকিৎসক ডা. এম কে রেজা বলেন, তাকে অচেতন দ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে সম্ভবত। তার চিকিৎসা চলছে।